দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 JUN 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সংসদে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন সংবিধান লংঘনের শামিল

সংসদ রিপোর্টার ঃ জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেছেন, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন সংবিধান লঙ্ঘনের শামিল। তিনি বলেন, বাংলাদেশ হতে ইসলামী শিক্ষা নির্মূল করাই এই শিক্ষা কমিশনের মূল উদ্দেশ্য। সরকারী দলের

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

দেলওয়ার হোসেন সাঈদী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সদস্যদের তীব্র বিরোধিতা এবং প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের সহর্ষ টেবিল চাপড়ানোর মধ্যদিয়ে মাওলানা সাঈদী বলেন, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের কর্মী সৃষ্টির জন্য কুদরত-ই-খুদা কমিশন বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। ১১ জুন শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে ডঃ আসগর আলী ধর্মশিক্ষার বিরুদ্ধে বলেছেন সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সরকার কিছু বলেনি। এ সময় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা শেম শেম ধনি দেন। মাওলানা সাঈদী বলেন, ধর্মশিক্ষায় ন্যায়, সততা, ইজ্জত, আব্রু রক্ষার কথা আছে সকল অন্যায় অত্যাচারের হাত হতে বাঁচার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রয়োজন।

গতকাল জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতাকাল মাওলানা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী একথা বলেন। তিনি বলেন, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সদস্যরা ১ মাস ভারতে থেকে এ রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন। এই কমিশন বাস্তবায়িত হলে প্রথম শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা থাকবে না। তিনি বলেন, শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটির সভায় ডঃ আসগর আলী বলেছেন, ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন নেই। আওলানা সাঈদী বলেন, নাস্তিক মুরতাদ ধরনের কিছু লোক ঐ কমিটিতে নেয়া হয়েছে। বক্তব্যের এ পর্যায়ে তীব্র হট্টগোল শুরু হয়। সরকারী বেঞ্চের বিরোধিতা এবং প্রধান বিরোধী দলের টেবিল চাপড়ানোর মধ্যে বক্তা মাওলানা সাঈদীর কণ্ঠ চাপা পড়ে যায়। এ পর্যায়ে স্পীকার বক্তাকে উদ্দেশ্য করে সংসদে এসে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন না এমন কারো বিরুদ্ধে কটূক্তি না করার আহবান জানান। মাওলানা সাঈদী আবার বক্তব্য শুরু করলে সরকারী দলের সদস্যরা 'রাজাকার' 'রাজাকার' বলতে থাকলে তিনি বলেন, আমি রাজাকার ছিলাম না—বাংলাদেশের কেউ আমাকে রাজাকার বলতে পারবে না। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার ২৯৩টি মাদ্রাসাকে সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এ সরকার তা করেনি। তিনি শিক্ষা নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

মাওলানা সাঈদী বলেন, আজ পরজীবী ধরনের বুদ্ধিজীবীরা বলছে আমাদের সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, আমরা তিন দিকে দিয়ে এমন একটি দেশ দিয়ে পরিবেষ্টিত যারা বন্ধুত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নয়। তাই আমাদের প্রয়োজন শক্তিশালী সেনাবাহিনী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শক্তি বাড়াতে হবে। পুলিশের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন, ১৯৪৭ সাল হতে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বহু সরকার ক্ষমতায় এসেছেন, চলে গেছেন। সত্যিকার অর্থে দেশে শান্তি আসেনি। তিনি বলেন, জনগণের শান্তির জন্য, ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে কোরান-সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা তাহলেই শান্তি ফিরে আসবে।

মাওলানা সাঈদীর বক্তব্যের পর স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বলেন, মাওলানা সাঈদীর বক্তব্যে কিছু অসংসদীয় আপত্তিজনক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেমন নাস্তিক। স্পীকার বলেন, যাদের সম্পর্কে এসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেহেতু তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই তাই এসব শব্দ 'এক্সপাঞ্জ' করা হল।